যুগান্তর

7 OCT 2012

তারিখ ... 7 OCT 2012 ...
কলাম ... ৬ ...

সমিতির নামে ১০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার মিশন

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের নামে সারাদেশে গণচাঁদাবাজি চলছে। বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নামে এর নেতারা ওই চাঁদাবাজি করছেন। সর্বনিম্ন ১২০ থেকে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত চাঁদা নিচ্ছেন তারা। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নামে আদায় করা হচ্ছে ওই অর্থ। একটি সূত্র জানিয়েছে, সমিতির নেতারা এই ইস্যুতে ১০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার মিশনে নেমেছেন। লক্ষ্য হাসিলের লক্ষ্যে সমিতির নেতারা সারাদেশে তাদের এজেন্ট নামিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে এ কাজে শিক্ষা অফিসারদের পর্যন্ত ব্যবহার করা হচ্ছে। রহস্যজনক কারণে ওইসব কর্মকর্তা ব্যবহৃতও হচ্ছেন। এর ফলে সহজেই তারা (এজেন্ট) চাঁদা না দিলে চাকরি জাতীয়করণ করা হবে না— এমন ভয়ভীতিও দেখাচ্ছেন। এ কারণে নিরীহ শিক্ষকরা অনেকটা নিরুপায় হয়ে চাঁদাও দিচ্ছেন বলে জানান তারা। জাতীয়করণের জন্য বিবেচনাযোগ্য মোট ২৬ হাজার ১৯৩টি বিদ্যালয়ে বর্তমানে কর্মরত মোট শিক্ষক এক লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন। এদের কাছ থেকে ১২০ টাকা হারে প্রায় দেড় কোটি টাকা চাঁদা আদায় করা সম্ভব হবে। আর অন্যান্য চাঁদাসহ ১ হাজার টাকা করে নিলে দাঁড়ায় ১০ কোটি ৪০ লাখ টাকা। দেড় হাজার টাকা করে নিলে এ অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫ কোটির বেশি।

> **প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের নামে মহাচাঁদাবাজি**

১০ নভেম্বর এক মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের ঘোষণা দেবেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বেসরকারি শিক্ষক সমিতির নেতাদের এমন কথা জানানো হয়। সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন, এর পর থেকেই সংশ্লিষ্টরা চাঁদাবাজিতে নামেন। প্রায় সারাদেশ থেকে কয়েকশ' শিক্ষক যুগান্তর এবং এ প্রতিবেদকের মোবাইল ফোনে চাঁদার বিভিন্ন অংক, খাত এবং চাঁদা আদায়কারী এজেন্টদের নাম প্রকাশ করেছেন। তারা জানিয়েছেন, মহাসমাবেশ, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অন্যদের উপহার দেয়া, আন্দোলনে নিহত এক শিক্ষকের মিশন : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

মিশন : হাতিয়ে নেয়ার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিবারকে সহায়তা, সমিতির মাসিক চাঁদা ইত্যাদি খাতে চাঁদা নিচ্ছেন। এর মধ্যে সমিতির সাধারণ চাঁদা হিসেবে জনপ্রতি ১২০ থেকে ২০০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মনসুর আলীর চিঠি দেখিয়ে এর বাইরে স্কুলকে ক্যাটাগরির উপরে রাখার নামে প্রতিষ্ঠানপ্রতি ৫০০ থেকে দেড় হাজার টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া শিক্ষকপ্রতি আরও ২০ টাকা করে নেয়া হচ্ছে গত মে মাসে জাতীয়করণের আন্দোলনে মারা যাওয়া জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার চর ভাটিয়ানী রেজিস্ট্রার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আবদুল অজিজের পরিবারকে সহযোগিতার নামে। অভিযোগ, এর আগেও ওই শিক্ষকের পরিবারকে সহযোগিতার কথা বলে শিক্ষকপ্রতি ১০০ টাকা করে আদায় করা হয়েছিল। জানা গেছে, সমিতির চাঁদা ঢাকার নবাবপুরের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব আবুল কালাম আজাদের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বলেন, অভিযোগটি তিনিও শুনেছেন। এরই ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালককে বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষক সমিতির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী মহাসমাবেশে যোগদানের সম্মতি জানিয়েছেন। তারা মহাসমাবেশের খরচ জোগাড় করতে পারেন। কিন্তু তাই বলে সারাদেশে গণচাঁদাবাজি বা এই সুযোগে একাধিক বছরের চাঁদা আদায়, প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রী এমনকি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নাম ভাঙানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত প্রাথমিক শিক্ষা সচিব নিয়াজউদ্দিনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কেউ যেন মহাসমাবেশের নামে চাঁদা না দেন, সে অনুরোধ করেছি আমরা। আর চাঁদাবাজির প্রমাণ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

অভিযোগের ব্যাপারে পত্র প্রেরণকারী বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মনসুর আলীকে একাধিকবার ফোন করে পাওয়া যায়নি। সভাপতি আমিনুল ইসলাম চৌধুরীর কাছে প্রথমে মাদারীপুরের একজন শিক্ষক পরিচয় দিয়ে ফোন করে ২০ হাজার টাকা চাঁদা তোলার কথা বলা হলে তিনি নবাবপুরের ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেয়ার জন্য বলেন। পরে এ প্রতিবেদকের ব্যক্তিগত মোবাইল থেকে ফোন করা হলে বলেন, তারা মহাসমাবেশের নামে কোনও চাঁদা তুলছেন না। যা তোলা হচ্ছে, তা শুধু সমিতির বার্ষিক চাঁদা। যে কোন সমিতি এটা করে থাকে। তাহলে মহাসমাবেশকে সামনে রেখে এ চাঁদা তোলা হচ্ছে কেন— এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, গত ১৯ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে চিঠি দিয়ে তাদের সমিতিকে মহাসমাবেশের আয়োজন করতে বলা হয়েছে। তাই চাকরি জাতীয়করণের জন্য আয়োজিত মহাসমাবেশের টাকা শিক্ষকদেরই বহন করতে হবে। তারা জনতা ব্যাংকের নবাবপুর রোডের কর্পোরেট শাখার ৮২৫৩ অ্যাকাউন্ট নম্বরে সবাইকে টাকা পাঠাতে বলেছেন। মাসে ১০ টাকা হারে শিক্ষক প্রতি সমিতির বার্ষিক চাঁদা ১২০ টাকা নেয়া হচ্ছে। অন্য কোন টাকা নেয়া হচ্ছে না বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর দাবির সঙ্গে একমত নন সাধারণ শিক্ষক এবং অন্য শিক্ষক নেতারা। নাম প্রকাশ না করে সাধারণ শিক্ষকরা জানান, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ও মনসুর আলীর পক্ষ থেকে ঢাকায় হাবিবুর রহমান, রংপুরে মমিনুল ইসলাম, পটুয়াখালীতে মোয়াজ্জেম আলী, নাটোরে নূর মোহাম্মদ পাটোয়ারী, ফরিদপুরে রাব্বানী, টাঙ্গাইলে আবদুর রব, চট্টগ্রামে এসএম খালেক, নুরুল ইসলাম, শামসুল ইসলাম, সুবল দে, আবদুর রহমান, ময়মনসিংহে আহমদে বাবলু, আইনুদ্দিন, ঝিনাইদহে প্রকাশসহ সারাদেশে নিযুক্ত এজেন্টরা চাঁদা তুলছেন।

শিক্ষকরা অভিযোগ করেন, সমিতির নিযুক্ত লোকজন দেশের সব উপজেলায় এমনকি স্কুলে স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে চাঁদা নিচ্ছেন। চাঁদা আদায়ের সুবিধার্থে প্রধানমন্ত্রীর মহাসমাবেশে যোগদানের চিঠি দেখানো হচ্ছে। ওই চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব মোঃ সাজ্জাদুল হাসানের নাম ও স্বাক্ষর আছে। চিঠির শেষে বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মনসুর আলীর নাম প্রাপক হিসেবে লেখা হয়েছে। ওই বিষয়টিই তিনি কাজে লাগাচ্ছেন। এর বাইরে চাকরি জাতীয়করণের রূপরেখার খসড়া, অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ বরাদ্দ দেয়ার চিঠিও দেখানো হচ্ছে। এমনকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীরের নামও ভাঙানো হচ্ছে।

শিক্ষকদের প্রশ্ন, চারটি সংগঠনের সমন্বয়ে গড়া ঐক্য পরিষদের ব্যানারে হয়েছে আন্দোলন। এই পরিষদের ব্যানারেই গত মে মাসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তুমুল আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করেন শিক্ষকরা। সেই আন্দোলনের কারণেই ২৭ মে প্রধানমন্ত্রী পরিষদের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে তাদের চাকরি জাতীয়করণের সিদ্ধান্তের কথা জানান। প্রশ্ন উঠেছে, সেখানে একটি বিশেষ সমিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চিঠি গেল কি করে? এর পেছনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শ্রেণীর কর্মকর্তার ইন্ধন থাকতে পারে বলেও দাবি করেছেন অন্য শিক্ষক নেতারা। জানতে চাইলে সমিতির সভাপতি আমিনুল ইসলাম ঐক্য পরিষদের অস্তিত্ব না থাকার কথা দাবি করেছেন। সমিতির সদস্য শিক্ষক সংখ্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রায় সব শিক্ষকই তাদের সদস্য। কারণ প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনগুলোর মধ্যে একমাত্র আমাদের সমিতিই নিবন্ধিত বৈধ সংগঠন। মন্ত্রী মহীউদ্দীন খান আলমগীর তাদের সমিতির প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা। বাকিগুলোর কোন নিবন্ধন নেই। তাই তারা অনেক আগেই পরিষদ ভেঙে দেয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

এ ব্যাপারে আন্দোলনকারী বেসরকারি রেজিঃ প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্য পরিষদের কো চেয়ারম্যান শেখ আবদুস সালাম মিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী চাকরি জাতীয়করণের সরকারি ঘোষণা দেয়ার পর থেকেই ঐক্য পরিষদের অন্য নেতাদের এড়িয়ে চলছেন বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতারা। একপর্যায়ে যখন তারা দেখলেন যে, ওই সমিতির নেতারা নানাভাবে চাঁদাবাজি শুরু করেছেন, তখন তারাও এর দায়ভার নিতে ঐক্য পরিষদ নিয়ে আর বসেননি। তবে ঐক্য পরিষদের কারণেই সব শিক্ষক একটি প্লাটফর্মে এসেছেন বলে জানান তিনি। ঐক্য পরিষদের আরেক নেতা আবদুর রহমান বাচ্চু বলেন, সমিতির নেতাদের বারবার চাঁদাবাজি বন্ধ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু তারা শুনছেন না। বরং মন্ত্রীদের নাম ভাঙানো হচ্ছে। এ অবস্থায় তারা বিষয়টি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনেও (দুদক) অভিযোগ [illegible]